সংবাদ

তারিখ 07 DEC 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

প্রাথমিকের পাঠ্যবই হোয়াইট প্রিন্টের পরিবর্তে নিউজ প্রিন্টে

রাকিব উদ্দিন

দিনরাত বিরতিহীন চলছে বিনামূল্যের পাঠ্যবই মুদ্রণ ও বিতরণ কার্যক্রম। গতকাল নাগাদ মাধ্যমিক স্তরের মোট বইয়ের ৯৫ দশমিক ৫৯ শতাংশ এবং প্রাথমিক স্তরের ৪৩ দশমিক ৮৭ শতাংশ বই উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ হয়েছে। তবে হোয়াইট প্রিন্ট নয়, ভালোমানের নিউজ প্রিন্ট কাগজে ছাপা হচ্ছে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই। বইয়ে মানসম্মত কালিও ব্যবহৃত হচ্ছে না। বইয়ের মান নিয়ে মুদ্রণ শিল্প সমিতি এবং পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি একে অপরকে দোষারোপ করছেন।

পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রেতা সমিতি বলছে, 'প্রাথমিক স্তরের বই ছাপা হচ্ছে অত্যন্ত নিম্নমানের কাগজে। এসব বই তিন মাসও টিকে না।' মুদ্রণ শিল্প সমিতির নেতারা বলছেন, 'নোট-গাইড বইয়ের ব্যবসায়ীরা পাঠ্যবই মুদ্রণের কাজে বাধা সৃষ্টি করছেন। তারা সিন্ডিকেট করে বেশি দাম দিয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাগজ মিল থেকে কাগজ কিনে নিচ্ছেন। এজন্য বাজারে কাগজের কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি হচ্ছে।'

এ বিষয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) বিতরণ নিয়ন্ত্রক (প্রাথমিক) আবদুল মজিদ সংবাদকে বলেন, 'মানের বিষয়টি আপেক্ষিক ব্যাপার। বই ভালো কী, মন্দ তা আমি বলতে পারবো না। তবে আমরা মান দেখার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে (কন্টিনেন্টাল) দায়িত্ব

হোয়াইট : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

হোয়াইট : প্রিন্টের পরিবর্তে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দিয়েছি। তারা বলেছে- বইয়ের মান ভালো। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) বিশেষজ্ঞরাও বলেছে- বইয়ের মান ভালো।'

২০১৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য বিভিন্ন স্তরের বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক ছাপা হচ্ছে ৩৩ কোটি ৩৭ লাখ ৬২ হাজার ৭৬০ কপি। গতকাল পর্যন্ত উপজেলা ও থানা পর্যায় সরবরাহ হয়েছে ২৫ কোটি ৫৩ লাখ ৯২ হাজার ৯২৮ কপি বই। বই সরবরাহের শতকরা হার ৭৬ দশমিক ৫২ শতাংশ। এর মধ্যে প্রাথমিক স্তরের ৪৩ দশমিক ৮৭ শতাংশ, এবতেদায়ির ৯৪ দশমিক ৪৮ শতাংশ, দাখিল ও দাখিল ভোকেশনালের ৯২ দশমিক ৭৯ শতাংশ, মাধ্যমিকের ৯৫ দশমিক ৫৯ শতাংশ এবং এসএসসি ভোকেশনালের ৯৬ দশমিক ৯৪ শতাংশ বই ছেপে উপজেলা/থানা পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে। আর প্রাক-প্রাথমিক স্তরের বই মুদ্রণের কাজ এখনও শুরু হয়নি।

বইয়ের মানের বিষয়ে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি আলমগীর সিকদার লোটন সংবাদকে বলেন, 'আমরা ব্যবসায়ী হিসেবে নয়, এ শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা ও রাষ্ট্রের নাগরিকের দায়িত্ববোধ থেকে- শিশুদের জন্য মানসম্মত বই চাই। কিন্তু এবার অত্যন্ত নিম্নমানের কাগজে বই ছাপা হচ্ছে। ৮০ গ্রামস পার স্কয়ার মিটার-জিএসএম'র পরিবর্তে ৬৫ গ্রামস কাগজে বই ছাপা হচ্ছে। আর কাগজের ব্রাইটনেস ৮০ শতাংশ ও ভারজিন পাল্প ৭০ শতাংশ হওয়ার কথা থাকলেও এসবের কিছুই হচ্ছে না। পুরনো কাগজ রিসাইক্লিং করে বই ছাপা হচ্ছে। বইয়ে হাত লাগলেই লেখা মুছে যাচ্ছে।'

তিনি আরও বলেন, 'মানসম্মত কাগজে বই ছাপার জন্য আমরা ইতোমধ্যে এনসিটিবি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাবি জানিয়েছি। কিন্তু সংস্থাটি নির্বিকার। এজন্য আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নিচ্ছি। প্রয়োজনে আন্দোলনে যাবো।'

এ বিষয়ে মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি শহীদ সেরনিয়াবাত সংবাদকে বলেন, 'আমরা পুস্তক সমিতির কাছে দাবি জানিয়েছি- তারা যেন এই সময়ে নোট-গাইড বা কথিত সহায়ক বই ছাপা বন্ধ রাখেন। এগুলি বন্ধ থাকলে মিলগুলো আমাদের ভালো মানের কাগজ দিতে পারবে। এতে বইয়ের ছাপা ও বাঁধাই ভালো হবে। বাঁধাই শ্রমিকও পাওয়া যাবে। নোট-গাইডের সিন্ডিকেটের কারণেই বাজারে ভালো কাগজ পাওয়া যাচ্ছে না।'

প্রাথমিকের বই ছাপার জন্য এবার প্রাক্কলন বাজেট ছিল ২৯২ কোটি টাকা। কিন্তু আন্তর্জাতিক দরপত্রে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে মাত্র ১৯৮ কোটি টাকায় কাজ পায় দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো। এতে সরকারের ৯৪ কোটি টাকা সাশ্রয় হচ্ছে। এজন্য বইয়ের মান নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে বিশ্বব্যাংক, যারা প্রাথমিকের বই ছাপার কাজে সাড়ে ৯ শতাংশ ঋণ দিচ্ছে।

প্রাথমিকের বই মুদ্রণে বিলম্ব : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দায়িত্বহীনতা এবং দরপত্র আহ্বানের পর বিশ্বব্যাংকের শর্তারোপের কারণে প্রাথমিক স্তরের বই মুদ্রণের কার্যক্রম বিলম্ব হচ্ছে। এই স্তরের সব বই ছেপে উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ করতে জানুয়ারির শেষ নাগাদ সময় লাগতে পারে বলে মুদ্রাকররা ধারণা করছেন। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ নিয়মিত বই ছাপার কার্যক্রম তদারক করছেন।

এ বিষয়ে এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র পাল সংবাদকে বলেন, 'মাধ্যমিক, দাখিল, ইবতেদায়ি ও কারিগরি স্তরের প্রায় শতভাগ বই ইতোমধ্যে উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে। আর প্রাথমিক স্তরের বই মুদ্রণ ও সরবরাহ হয়েছে প্রায় ৫০ শতাংশ। বাকি বই মুদ্রণ চলছে। আশা করছি- ডিসেম্বরের মধ্যে দেশের সব স্কুলে বই পৌঁছে যাবে।'

দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে বই ছাপার কাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সময়সীমা ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রাথমিকের বই ছাপার কাজ অর্ধেকও হয়নি। এর কারণ হিসেবে এনসিটিবি'র কর্মকর্তারা বলছেন, দরপত্র আহ্বানের পর প্রাথমিক অধিদফতরের চাপিয়ে দেয়া শর্ত নিয়ে দেনদরবারের কারণে এক মাস বিলম্বে বই মুদ্রণের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। এজন্য একটু বেশি সময় লাগবে।

এনসিটিবি জানায়, এবার দেশের মোট চার কোটি ৪৪ লাখ ১৬ হাজার ৭২৮ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য মোট ৩৩ কোটি ৩৭ লাখ ৬২ হাজার ৭৬০ কপি বই মুদ্রণ করা হচ্ছে। এসব বই ৫০৬টি উপজেলা, থানা ও কেন্দ্রে (স্কুল) সরবরাহ করা হচ্ছে। ৭৭৪টি লটে এবার পাঠ্যবই ছাপা হচ্ছে। ২৮৬টি প্রতিষ্ঠান এসব বই ছাপার কার্যাদেশ পেয়েছে, যার সবকটিই দেশীয় প্রতিষ্ঠান। মোট বইয়ের মধ্যে প্রাক-প্রাথমিকের ৬৫ লাখ ৭৭ হাজার ১৪২ কপি, প্রাথমিকের দুশ কোটি ৮৭ লাখ ১৯ হাজার ৯৯৭ কপি, ইবতেদায়ির এক কোটি ৯২ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৫ কপি, দাখিল ও দাখিল ভোকেশনালের তিন কোটি ৩৯ লাখ ৩৩ হাজার ৭৯৭ কপি, মাধ্যমিকের ১৬ কোটি ৩০ লাখ চার হাজার ৩৭৩ কপি, এসএসসি ভোকেশনাল স্তরের জন্য ২২ লাখ ৭১ হাজার ৮৩৬ কপি বই ছাপানো হচ্ছে।